দৈনিক ইত্তেফাক

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... MAR. 2000
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দেশের রাজনীতি এবং কলারোয়া ট্রাজেডি ঃ প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

গত ৩রা মার্চ দৈনিক সংবাদ-এর অতিথি কলামে বঙ্গভবন প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে শিরোনামে ব্রিগেডিয়ার শামসুদ্দীন আহমেদের (অবঃ) লেখা পড়লাম। তাতে লেখা হয়েছে এ দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের সুষ্ঠ বিকাশ দেখতে চান না তারাই খুশি হবেন সরকার ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে দূরত্ব বৃদ্ধিতে। সরকারের ভেতরের মোনাফেকরা ওত পেতে আছে সুযোগ পেলেই বৃহৎ সুযোগটি লুফে নেবে। ৪-৩-২০০০ তারিখের ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদের খোলা পত্রের বিপরীতে মুশাররফ হোসেনের প্রাসঙ্গিক কথা উপ-সম্পদকীয়তে বলা হয়েছে আওয়ামী এবং বিএনপির মতপার্থক্যের দরুন রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার সমস্যা এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনার স্থান পেয়েছে। একই তারিখে শামসুজ্জামান সেলিমের সরষের ভেতরেই ভূত, তাড়াবেন কি দিয়ে? অর্থাৎ পুলিশই সন্ত্রাস। চুরি, ডাকাতির বড় ভাই। তবে কি? আর এই সবের ফল হলো কলারোয়া ট্রাজেডি। সম্পাদক এ ব্যাপারে বিস্তারিত লিখেছেন দৈনিক সংবাদ-এর সম্পাদকীয় কলামে ৪-৪-২০০০ তারিখে। তার মতে আধাডজন লোকের মৃত্যুর জন্য স্থানীয় প্রশাসন তথা পুলিশ কর্মকর্তা কিংবা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হোমরাচোমরা ব্যক্তিকে পদত্যাগের দাবি করবেন না। বাংলাদেশে নৈতিক দায়িত্ব নিয়ে কারোর পদত্যাগের ঘটনা তো সোনার পাথর বাটির মতই উদ্ভট। কোন অসম্ভবের গান এখানে পরিবেশনের সুযোগ নেই। আশাও নেই।

তার নিবেদন, সামান্য নিহতদের ক্ষতিপূরণ ও আহতদের সুচিকিৎসা। আর লিপির বাবা হার্টফেল করে মারা গেছেন। বোধহয় তার হার্টটা দুর্বল ছিল, প্রশাসনের দুর্বলতার কথা না তোলাই ভাল। দেখা যাক তদন্ত কমিটি কি বলে। অর্থাৎ যে কটি কোটেশন তুলে ধরা হলো সব কটিতেই সবাই প্রশাসনের দুর্বলতার কথা বলে গিয়েছেন। জনসাধারণ ভোটের মাধ্যমে সরকার গঠন করেছে। বিরোধী দলের নেতা-নেত্রী তৈরি করেছে। আজ এ রাজনীতিবিদরা তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থলাভের জন্য একে অপরকে সহ্য করতে পারছেন না। সরকারি দল চায় বিরোধী দলকে এড়িয়ে সাফল্য আনবে। আর বিরোধী দল চায় সরকারকে কিভাবে বিপাকে ফেলা যায়- সেই অপকৌশল খুঁজে ফেরে হন্যে হয়ে। অযথা হরতাল ডেকে ভাঙচুর করে দেশের পরিবেশের ভারসাম্য হারানোর চেষ্টা চালায়। আর এই সুযোগটিই গ্রহণ করছে দুর্নীতিবাজ আমলারা, ওরা দেশের ক্যাডার। ওরা মনে করে অন্যসব গাছবোকা। ওরা নির্বোধ রাজনীতিকদের, সরকার বা বিরোধী বা অন্যান্য রাজনীতিক সকলকে ওরা ব্যবহার করে দাবার ঘুঁটির মতো। দেশে দুর্নীতি না থাকলে সন্ত্রাস, চুরি, ডাকাতি, নকল, অর্থাৎ যত অপকর্ম আছে সব এক মাসের মধ্যেই ঠিক হবে। তাই প্রথমে দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান করা হোক। তা না হলে অবস্থা দাঁড়াবে কলারোয়া ট্র্যাজেডির মতো। স্কুলছাত্রী, এসিডের শিকার হবে, টেন্ডারবাজি, বোমাবাজি, এজি অফিসে ঘোষণা দিলে বিল পাস হবে না। পেনশন হবে না, ডাকাত ধরা হবে না, সন্ত্রাসী ধরা হবে না— অর্থাৎ দুর্নীতির জন্যই সমাজ আজ অচল হয়ে পড়েছে। তাই সচিবালয়, এজি পুলিশ বিভাগ, উন্নয়ন পরিকল্পনা হতে ঘুস দুর্নীতি দূর করুন। সন্ত্রাস কমে যাবে। দেশ সঠিক পথ পাবে। হে বঙ্গবন্ধু কন্যা, বঙ্গকন্যা আপনি সঠিক পথ ধরুন- কারণ আপনার কোন কিছুর প্রয়োজন নেই- আপনি সকল কিছুর উর্ধ্বে।

আফতাব মিয়া
দুলাইন, মধ্যনগর
সুনামগঞ্জ।